দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা— কিছু সমস্যা

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নিঃসন্দেহে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। এখান থকে বেছে নেয়া হয় একটি যোগ্যতর মেধাবী শ্রেণীকে। কিন্তু কিছু বিপত্তির কারণে এই যোগ্যতা নিরূপক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায় ভাগ্য পরীক্ষা হিসাবে।

আমি প্রচলিত স্বজনপ্রীতির প্রশ্ন তুলছি না, আলোকপাত করছি পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিগত মারাত্মক ত্রুটির প্রতি যেটি হচ্ছে— উত্তরপত্র সম্বন্ধীয়। আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানে এখন কম্পিউটারে খাতা দেখা হচ্ছে—মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার। SSCতেও না-কি হবে। কিন্তু আমি একজন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার্থী হিসাবে উত্তর প্রদান করতে গিয়ে উত্তরপত্রে যে বৃত্ত পেন্সিল দিয়ে পূরণ করতে হয় তা সঠিকভাবে পূরণ করতে নিম্নরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।

১। বৃত্তের যে সীমারেখা আছে তা খুবই ক্ষীণ। ২। এই ক্ষীণ সীমারেখাযুক্ত বৃত্ত সঠিকভাবে পূরণ করা-প্রায়শঃই সম্ভব হয় না। আবার সামান্য ভরাট না হলে কিংবা পেন্সিলের দাগ সামান্য বাইরে গেলেও শুদ্ধ উত্তরটি হবে ভুল। অথচ প্রতিটি উত্তরপ্রদানের সময় মাত্র ৪৮ সেকেন্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক বৃত্ত ভরাট করতে হয়। ৩। ফলশ্রুতিতে স্বভাবতঃই স্নায়ুচাপে ভোগা পরীক্ষার্থীরা নিম্নরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ঃ

বৃত্ত ভরাট কর—সামান্য ফাঁকা রয়ে গেছে—সময় সীমিত দ্রুত ভরাট কর—রেখা বৃত্তের বাইরে গেছে—দ্রুত মোছ (সময় সীমিত)—বৃত্তের ভিতরের দাগ কিছুটা উঠে গেছে; উত্তরপত্রে কালি লেপ্টে গেছে—কালি মোছ, বৃত্ত ভর (হয়তো বা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি) ইতোমধ্যে সময় গড়িয়েছে যথেষ্ট।

৪। আরেকটি দিক হলো, আমরা কোচিং সেন্টারগুলোতে যে ধরনের বৃত্ত পূরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি উত্তরপত্রের বৃত্তগুলো তার চেয়ে দ্বিগুণ বা আড়াইগুণ আয়তনের। আর যারা কোচিং-এর সুযোগ নিতে পারে না তাদেরতো সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। তাছাড়া আবেদন ফর্মের সাথে উত্তরপত্রের যে নমুনা দেয়া হয় তার সাপেক্ষেও উত্তরপত্রের বৃত্তগুলোর আয়তন দ্বিগুণ।

৫। তাই বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক জানা উত্তরও সময়ের অভাবে দেয়া হয়নি। কিংবা সঠিক উত্তরও সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না হওয়ায় কম্পিউটার সনাক্ত করতে পারেনি। আর অনেক ভাগ্যবান অল্পের জন্য টপ্‌কে গেছে অনেকটা পথ।

৬। এরই ফলে অনেক পরীক্ষার্থীরই মন্তব্য— ভর্তিপরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে ঐ ১ ঘন্টা ২০ মিনিটের ভবিতব্যের কৃপার উপর।

অথচ এই প্রচন্ড সমস্যাটার সমাধান খুব সহজ উপায়টি হচ্ছে বৃত্তের পরিধিটি ভিতরের দিকে চারগুণ কিংবা আরো বেশী মোটা করে ছাপানো— যাতে করতে সহজে দ্রুত জানা উত্তরটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষ দয়া করে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করুন। সমাধানটা সামান্য আর সমস্যাটা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যার মতই। ভুক্তভোগীরা দয়া করে সমর্থন জানিয়ে লিখুন পত্রিকাগুলোতে।

—এস এম মাহবুবুর রহমান (শামীম),
বি এম কলেজ রোড, বরিশাল।